দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রায়শই বিভিন্ন কারণ দেখাইয়া ফি বৃদ্ধি করা হয় এবং ইহার ফলে ছাত্র-অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এহেন ফি বৃদ্ধি কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিল ঘোষণা করিতে বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত ১০ বৎসরে এই ধরনের খবর প্রকাশিত হইয়াছে বহুবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতদের বড় অংশটিই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার হইতে উঠিয়া আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফি দফায় দফায় বাড়ান হইলে তাহাদের ওপর বেশি চাপ পড়ে। এই অবস্থাটি লেখাপড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করিতে অনেকেই গৃহশিক্ষকতা করেন। উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের দেশে খন্ডকালীন চাকুরির ব্যবস্থাও নাই তেমন একটা।

অন্যদিকে এইদেশে শিক্ষকগণের বেতন ভাতা এবং জীবনযানও তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের। শিক্ষা জীবনের সবচাইতে মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় প্রবেশ করেন-তাহারা। অথচ তাহাদের যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তাহা কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। এদিকে শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ নির্জ অর্থেই পরিচালনা করিবার জন্য রহিয়াছে সরকারি চাপ। ফলে ফি বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। ফি বৃদ্ধি ও সান্ধ্যকালীন কোর্স বিতর্কে আন্দোলন ও সহিংসতার ঘটনা বাড়িয়া যাইতেছে উদ্বেগজনকভাবে। দেশের বর্তমান ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগেই ইহা লইয়া ছাত্র আন্দোলন হইয়াছে। বয়সে তরুণ হইবার কারণে ছাত্ররা এ নিয়ে আন্দোলন করিতে পারিলেও শিক্ষকগণের তেমন উচ্চবাচ্য করিবার দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে।

সান্ধ্যকালীন কোর্সের বিষয়ে ছাত্রদের সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, শিক্ষকগণ সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম বহির্ভূত ঐ সকল কোর্সে অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির লক্ষ্যে বেশি সময় ব্যয় করিলে তাহাদের গবেষণাকর্ম এবং প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হইবে। ফলে শিক্ষামান নিম্নমুখী হইবারসমূহ সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ লোভের অভিযোগ তুলিয়া শিক্ষকগণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশের ঘটনাও ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অনিয়মিত কোর্স চালু থাকিলেও তাহার উদ্যোগ প্রথমে আসে কর্তৃপক্ষের দিক হইতে, শিক্ষকদের নহে। বাংলাদেশে ইহা লইয়া যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে অস্বস্তিকর করিয়া তুলিয়াছে যাহা আমাদের জন্য একটা সতর্ক বাণী।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষানীতির প্রধানতম লক্ষ্য ছিল দেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নও হইয়াছে। দেশের শিক্ষাহার এখন ৬০ শতাংশেরও বেশী। শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উন্নতি এহেন বার্তা দিতেছে যে, বর্তমানে স্বাক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি বিশেষায়িত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। কারণ আমরা আগাইয়া যাইতেছি। খুব কম সংখ্যক ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। প্রতিটি দেশের শিক্ষা পরিকাঠামোও একইরকম। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে উচ্চ শিক্ষা, যাহা মূলত বিশেষায়িত এবং বিশেষজ্ঞ তৈরী কল্পে গঠিত হওয়া উচিত আরও পরিকল্পিত। সরকারের এই বিষয়ে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন আছে বৈকি। অন্যান্য খাতে লোকসানের ফলে ভর্তুকি প্রদান সীমিত করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট আরও বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। দ্রুতই নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারে সরকার নিজেই। তাহা হইলে বর্তমানেও ছাত্রদের যে ফি প্রদান করিতে হয় তাহাও দিতে হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ও অন্যান্য ফি লইয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ফাটল ধরুক, এমনটি কিছুতেই প্রত্যাশিত হইতে পারে না।